১৮-১১-১৭ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – কোনো দেহধারীর প্রতি নিজের বুদ্ধিকে আটকে রেখো না। একমাত্র বিদেহী বাবাকে-ই স্মরণ করতে হবে এবং অন্যকেও কেবল বাবার কথা-ই স্মরণ করাতে হবে।"

প্রশ্ন:- নিজের জীবনকে হীরের মতো শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য কোন্ কোন্ মুখ্য বিষয়ের ওপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে?

উত্তর:- ১- খাবার খুব যোগযুক্ত হয়ে বানাতে হবে এবং খেতে হবে। ২- একে অপরকে বাবার কথা স্মরণ করিয়ে জীবনদান করতে হবে। ৩- কোনো বিকর্ম করা যাবে না। ৪- যারা ফালতু কথা বলে তাদের সঙ্গ থেকে নিজেকে সামলে রাখতে হবে। পরনিন্দা-পরচর্চা করা উচিত নয়। ৫- কোনো দেহধারীর প্রতি নিজের বুদ্ধিকে আসক্ত করা যাবে না। কোনো দেহধারীতে ফেঁসে গেলে চলবে না। ৬- প্রতি পদক্ষেপে অবিনাশী সার্জেন-এর কাছ থেকে মতামত নিতে হবে। সার্জেনের কাছে নিজের অসুখ লুকানো যাবে না।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা কার স্মরণে বসে আছে? (শিববাবার) কেবল শিববাবাকে-ই স্মরণ করতে হবে, অন্য কোনো দেহধারীকে স্মরণ করা যাবে না। এই দেহধারী তোমাদের সামনে বসে আছেন। এনাকেও স্মরণ করতে হবে না। তোমাদেরকে কেবল বিদেহীকে-ই স্মরণ করতে হবে, যার নিজের কোনো শরীর নেই। মাম্মা, বাবা এবং যারা অনন্য সেবাধারী বাচ্চা, তারা তো শিববাবার কাছ থেকেই শেখে। তাই শিববাবাকে-ই স্মরণ করতে হবে। হয়তো কোনো বাচ্চা গিয়ে কাউকে বোঝায়, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে যে একে শিববাবা-ই পড়ান। বুদ্ধিতে কেবল শিববাবার স্মরণ থাকতে হবে, কোনো দেহধারীর নয়। যদি তুমি এই দেহধারীকে (ব্রহ্মাবাবা) স্মরণ কর তাহলে তো সেটা কমন ব্যাপার হয়ে গেল। বাবা বলেন, কখনো কোনো দেহধারীতে ফেঁসে যেও না। তোমাদেরকে তো কেবল একজনকেই স্মরণ করতে হবে - যিনি সকলের সদগতিদাতা। যদি এই সাকার মাধ্যমকে স্মরণ করো তাহলে সেই স্মরণ নিষ্ফল হয়ে যায়। যেমন লৌকিক বাবাকে বাচ্চারা স্মরণ করলে কোনো লাভ হয় না। যদি ব্রাহ্মণীর কথা স্মরণ করে যে, আমাকে অমুক ব্রাহ্মণী পড়াবে, তাহলে সেটাও নিষ্ফল হয়ে যায়। কারোর কথা স্মরণে আসা উচিত নয়। আমাদেরকে শিববাবা পড়াচ্ছেন, তিনিই হলেন কল্যানকারী। কোনো দেহধারীর প্রতি কেউ সমর্পিত হয় না। এই বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) তোমাদেরকে বলছেন- মন্মনা ভব। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে দুর্গতিকে প্রাপ্ত করবে। বাবা জানেন যে কারোর কারোর ব্রাহ্মণীর সাথে বুদ্ধিযোগ জুড়ে যায়। এটা রঙ (ভুল)। দেহধারীর প্রতি কোনো আসক্তি থাকা উচিত নয়। বাবার ফরমান হল- একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। ভোরবেলা উঠে আমাকে স্মরণ কর। দেহধারীকে লৌকিক বলা হয়। ওদেরকে স্মরণ করা উচিত নয়। কেবল আমাকে অর্থাৎ নিরাকারকে-ই স্মরণ কর। একজনের-ই গুণগান কর। বলা হয় শিবায় নমঃ, শিববাবা হলেন বিদেহী। বাবার কাছ থেকে তোমাদেরকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। তাঁর তো দেহও নেই। বাবা বলেন, এই শরীরের দ্বারা আমি কেবল তোমাদেরকে পড়াই। আমার নিজের কোনো শরীর নেই, তাই এই শরীরের আধার নিই। আগের কল্পেও এনার দ্বারা-ই আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে সহজ রাজযোগ শিখিয়ে ছিলাম, যার দ্বারা তোমরা পবিত্র হয়েছিলে। এটাই হল আমার সেবা - পতিতদেরক পবিত্র বানানো। এছাড়া কৃপা কিংবা আশীর্বাদ প্রার্থনা করা অর্থহীন। এইসব ব্যাপার ভক্তিমার্গে চলে, এখানে নয়। এমন না যে কারোর অসুখ হলে আমি তাকে সুস্থ করে দেব -

এটা আমার কর্তব্য নয়। আহ্বান করে - আমাদের মতো পতিতদেরকে পবিত্র বানিয়ে দুর্গতি থেকে সদগতিতে নিয়ে যাও। গায়ন তো করে, কিন্তু এর অর্থ জানে না। ভক্ত তো গোটা দুনিয়াতে আছে। ওরা সবাই কাকে স্মরণ করে। পতিত-পাবন বাবাকেই স্মরণ করে। তিনি হলেন দুনিয়ার সকল মানুষের মুক্তিদাতা এবং পথ প্রদর্শক। বাবা-ই দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে পরমধামে নিয়ে যান। তাই বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে রায় নিতে হবে যে এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। সার্জেন তো একজন-ই। এটা হল সার্জেনের থাকার এবং কথা বলার জায়গা। এই সার্জেনের মতো মতামত অন্য কেউ দিতে পারবে না। বাচ্চাদের টাইম ওয়েস্ট করা উচিত নয়। প্রতিদিন-ই একটু একটু করে আয়ু কমছে। সামনেই বিনাশ, এখন যদি গাফিলতি করো তাহলে অনেক আফসোস করতে হবে। পরনিন্দা-পরচর্চা করে সময় অপচয় করার ফলে তোমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। তোমাদের উচিত অন্যদেরকেও বাঁচানো। দুনিয়ার মানুষ তো একে অন্যকে বাবার সাথে মিলিয়ে দেয় না, বরং দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। যেহেতু বর্তমানে সকলের অবরোহণ কলা, তাই সকলেই ভুলভাল মত দেবে। বাচ্চারা এখন জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে, তাই কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। কিছু লুকানো উচিত নয়। এটা তো তোমরা জানো যে আমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে পাপ করে এসেছি। কিন্তু বাবার বাচ্চা হওয়ার পরেও যদি পাপ করতে থাক, তাহলে আর কি বলা যাবে! এরা বলে যে আমাদেরকে পরমাত্মা পড়ান, আর নিজেরাই পাপ করছে! পাপ করার পর না বললে সেই পাপের বোঝা নামে না, উপরন্তু সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ভাবে, আমাকে তো কেউ দেখছে না। কিন্তু ভগবান তো দেখছেন, তাই না? নাহলে গর্ভাবস্থায় শাস্তি প্রাপ্ত হয় কিভাবে। এটা ভেবে অন্তরে পাপবোধ হয় যে, আমি এই পাপ কাজ করেছি। কেউ কেউ বিকারের বশীভূত হওয়ার পরও এখানে এসে বসে। বাবা তো জানতে পারেন। ওদের বুদ্ধি এতই তুচ্ছ যে কিছুই বোঝে না। পাপ কাজ করে অথচ কিছু বলে না। কোনো কোনো বিষয় তো সাকার বাবাও জানতে পেরে যান। কিন্তু বাচ্চারা কিছু বলে না। বাবা বলেন, পাপ করতে থাকলে সেটা ক্রমশ বাড়তে থাকবে এবং তারপর একশ' গুন শাস্তি ভোগ করতে হবে। চোর কেবল চুরি-ই করে। চুরি ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে চিন্তা-ই করে না। তাদেরকে জেলবার্ড (কারাবাসী) বলা হয়। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, বাবার কথা স্মরণ করানো ছাড়া কেউ যদি অন্য কোনো পরনিন্দা-পরচর্চার ফালতু কথা শোনায়, তাহলে বুঝবে যে সে হল শত্রু। ফালতু কথা বলাও উচিত নয় এবং শোনাও উচিত নয়। একে অপরকে সাবধান করে দাও। বলো- শিববাবাকে স্মরণ কর। কেউ হয়তো রেগে গিয়ে বলে যে, ও আমাকে কেন বলছে? কিন্তু শিববাবার কথা মনে করিয়ে দেওয়াই তোমাদের কর্তব্য। স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মাতীত অবস্থা না হচ্ছে ততক্ষণ মন-বাণী-কর্মে কিছু না কিছু ভুল হতেই থাকে। অন্তিমে কর্মাতীত অবস্থা হবে। কেবল কয়েকজন পাস উইথ অনার হবে। যে সেবা করে না, তার এইরকম অবস্থা হবে না। যারা সেবারত থাকে, তারা-ই একে অপরকে স্মরণ করায় যে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমার কি সম্বন্ধ? (ব্রহ্মা) বাবা নিজের উদাহরণ দিয়েও বলেন যে, স্নান করার সময়ে, ভোজন করার সময়ে আমাকেও স্মরণ করিয়ে দাও যে শিববাবাকে স্মরণ কর। নিজে স্মরণ না করলেও বাবার নির্দেশ পালন করা উচিত। যদি নিজের কল্যাণ করতে চাও তাহলে একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দাও। ব্রহ্মাভোজনের অনেক মহিমা রয়েছে। যে ব্রাহ্মণরা ভোজন বানায় তাদের যোগ ঠিক মতো হলে তবেই তো ভোজনে শক্তি আসবে। স্মরণের দ্বারা-ই তোমরা জীবনদান পাও। নিজের জীবনকে হিরেতুল্য বানাতে হবে। সবথেকে সহজ বিষয় হল আমাকে স্মরণ কর এবং পবিত্র হও। পতিত হলে একশ' গুণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে বিকর্মও বিনাশ হবে এবং আমি উত্তরাধিকারও দেব। কম স্মরণ করলে কম উত্তরাধিকার

পাবে। গীতাতেও শুরুতে এবং শেষে 'মন্মনা ভব' কথাটা আছে। কোনো দেহধারীর কথা স্মরণে আসা উচিত নয়। শিববাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের কল্যাণ হবে, পাপ নাশ হবে। গঙ্গাস্নান করলে পাপ বিনাশ হয় না। হয়তো বলে যে ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এই ভাবনাটাই তো ভুল। গঙ্গা পতিত-পাবন নয়। একমাত্র বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। কোনো স্থূল বস্তুকে স্মরণ করা উচিত নয়। কেবল শিববাবাকে-ই স্মরণ করতে হবে। আত্মা বলে- হে গড ফাদার, পরমপিতা পরমাত্মা। বাবা বলছেন, আমি এসেছি এবং তোমাদেরকে একদম সহজ পদ্ধতি বলছি যে কেবল আমাকে স্মরণ কর। অন্তিমে আমার কথা স্মরণে থাকলে তুমি আমার কাছে চলে আসবে। জীব এবং আত্মা। মনুষ্য আত্মাকে পাপ আত্মা এবং পুণ্য আত্মা বলা হয়। কখনো পুন্য পরমাত্মা বলা হয় না। আত্মা-ই পতিত হয়ে যায়, তখন সে পতিত শরীর পায়। বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন। আত্মা হল অবিনাশী। বাবা এবং বাচ্চারা উভয়েই অবিনাশী। বাবা বলেন- প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা, আমি কেবল একবার এসে তোমাদেরকে পবিত্র বানাই। তোমাদেরকে আত্ম-অভিমানী বানিয়ে অশরীরী হওয়ার এবং আমাকে স্মরণ করার নির্দেশ দিই। ব্যাস, এটাই হল আত্মার যাত্রা। ওটা হল শরীরের যাত্রা। এখানে তোমরা জানো যে আত্মাদেরকে এখন ঘরে ফিরতে হবে। যোগ-অগ্নির দ্বারা-ই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাপ নাশ হবে। তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ হতে হবে। যদি না হও তাহলে প্রজাদের মধ্যেও কম পদ পাবে। যদি সামান্য কিছু শোনে, তাহলেও তার বিনাশ হয় না। যে ভালোভাবে পড়বে এবং পড়াবে, সে-ই উঁচু পদ পাবে। সবথেকে সহজ বিষয় হল- স্মরণ। পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে। একজনই হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান। তাই শিববাবার গান গাওয়া উচিত। তোমাদের বুদ্ধি ওইখানে থাকতে হবে যে, শিববাবা আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। এখন নাটক সম্পূর্ণ হবে। আমাদেরকে অর্থাৎ সকল অভিনেতাকে এখন শরীরের ভান ছেড়ে ঘরে ফিরতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। যে যত স্মরণ করবে, তত উঁচু পদ পাবে। যেমন একটা পিলার তৈরি করে, এবং যে আগে সেটাতে হাত লাগিয়ে তারপর ফিরে আসবে সে জিতবে। তোমাদের পিলার হল শিববাবা। এটা হল স্মরণের যাত্রার প্রতিযোগিতা। যত বেশি স্মরণ করবে, তত তাড়াতাড়ি পিলারের কাছে পৌঁছাবে, তারপর স্বর্গে আসতে হবে। এই যাত্রাতে ক্লান্ত হলে চলবে না। এখন তো দুঃখধাম শেষ হয়েছে। আমাদেরকে তো সুখধাম এবং শান্তিধামে যেতে হবে। আজকে দুঃখধাম আছে, কালকে সুখধাম হয়ে যাবে। এখন সবাইকে এইভাবে বাবার কথা স্মরণ করাও। বাবা হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, একমাত্র আমাকে-ই স্মরণ করলে তরী তীরে পৌঁছে যাবে। সময় নষ্ট করো না। ভক্তিমার্গেও অনেক পরনিন্দা-পরচর্চা করেছ। ভক্তিমার্গে কত জোরে জোরে ভগবানকে ডাকে আর বলে যে, ভগবান আমাদের সদগতি করার জন্য এসো। এখন বাবা এসেছেন। তিনি বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, পবিত্র হও। হয়তো যুগল একসাথে রয়েছ, কিন্তু খেয়াল রাখো যে আগুন লাগছে না তো? আগুন লাগলে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। একবার আগুন লাগলে তারপর লাগতেই থাকবে। তাই নিজেকে সামলাতে হবে। যোগযুক্ত থাকার জন্য অনেক অভ্যাস করতে হবে। যতই আওয়াজ হোক, ভূমিকম্প হোক কিংবা বোমা পড়ুক - তোমাদেরকে ভয় পেলে চলবে না। দেখই না কি হয়। এটা তো জানো যে ভারতেই রক্তের নদী বইবে। দেশভাগের সময়ে রক্তের নদী বয়েছিল। এখনো অনেক আপদ আসবে। সেইসব তোমাদেরকে দেখতে হবে। কারোর পৌষমাস তো কারোর সর্বনাশ। তোমরা ফরিস্তা হচ্ছ। যারা খুব ভালো সেবাধারী হবে, তারাই সেই সময়ে টিকতে পারবে। এরজন্য অনেক মজবুত হতে হবে। শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। শিববাবার মতো এতো মিষ্টি বাবা আর কখনো পাওয়া যাবে না। তাঁর মত অনুসারেই চলতে হবে। মুখ্য বিষয় হল পবিত্র হতে হবে। যে বিকারের বশীভূত হয় তাকেই পতিত বলা হয়। দেবতারা হল সম্পূর্ণ নির্বিকারী। এখানে তো সবাই বিকারী। ওটা হল

শিবালয়, আর এটা হল বেশ্যালয়। এখন বিকারী থেকে নির্বিকারী হয়ে স্বর্গের রাজ্য ভাগ্য নিতে হবে। বাবা বলেন, আমি পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করতে এসেছি। তোমাদেরকে আমি পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানাব। কেবল পবিত্র হতে সাহায্য কর, সবাইকে বাবার নিমন্ত্রণ দাও। পাঁচ হাজার বছর আগেও যখন আমি গীতা শুনিয়েছিলাম, তখনও বলেছিলাম যে একমাত্র আমাকে-ই স্মরণ করলে পবিত্র হবে। চক্র ঘোরালে চক্রবর্তী রাজা-রানী হবে। হেল্থ, ওয়েল্থ এবং হ্যাপিনেস মিলবে। সত্যযুগে তো সবকিছুই ছিল, তাই না? বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে ২১ জন্ম কখনো রোগী হবে না। স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে থাকলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে; আমি প্রতিজ্ঞা করছি - এটা ভগবানুবাচ। বাবা কেবল 'বাবা' এবং 'বাদশাহী'-র বিষয়ে পড়ান। 'মন্মনা ভব' এবং 'মধ্যাজী ভব', ব্যাস। এই পড়া কতই না সহজ। কেবল হৃদয়ে এটা লিখে দাও। খুব কমজন ব্যবসায়ী ওস্তাদের কাছ থেকে এই ব্যবসার পদ্ধতি শেখে। ওইসব ব্যবসাও কর, তার জন্য কোনো বারণ নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, যারা নিজেরা বাবা এবং বাদশাহীকে স্মরণ করে, এবং অপরকেও স্মরণ করিয়ে দেয়, তারা-ই হল প্রিয়। এইরকম বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা এবং বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) স্মরণের যাত্রাতে ক্লান্ত হওয়া যাবে না। একে অন্যকে সাবধান করে, বাবার কথা স্মরণ করাতে হবে। নিজের সময় অপচয় করা যাবে না। পরনিন্দা-পরচর্চা করা উচিত নয় এবং শোনাও উচিত নয়।

২) পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য মন-বাণী-কর্মে কোনো ভুল করা চলবে না।

বরদান:- জ্ঞানের সাথে গুণসমূহকে ধারণ করে নম্বর ওয়ান হওয়ার যোগ্য সর্বগুণ সম্পন্ন হও।

বর্তমানে নিজেদের মধ্যে বিশেষ কর্মের দ্বারা গুণদাতা হওয়া প্রয়োজন। তাই জ্ঞানের সাথে সাথে গুণসমূহকেও ধারণ কর। এটাই সংকল্প কর যে, আমাকে সর্বদা গুণের প্রতিমূর্তি হয়ে, অন্যকেও সেইরকম বানানোর বিশেষ কর্তব্য করতেই হবে। তাহলে ব্যর্থ কিছু দেখার, শোনার কিংবা করার অবসর-ই পাবে না। অন্যকে না দেখে, ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে প্রতি মুহূর্তে গুণের দান করতে থাক। তাহলেই সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার এবং বানানোর উদাহরণ স্বরূপ হয়ে নম্বর ওয়ান হয়ে যাবে।

স্লোগান:- শান্তির শক্তি দ্বারা নেগেটিভকে পজেটিভে পরিবর্তন করা-ই হল মনসা সেবা।